পর্দাহীনতার ক্ষতি

08-February-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোরআনে পাক পড়লো, **রব তায়ালা**র হামদ করলো, **নবী** (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো এবং আপন **রব তায়ালা** থেকে মাগফিরাতের প্রার্থনা করলো, তবে সে কল্যাণকে তার স্থান থেকে অন্বেষণ করে নিলো।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি তাযিমিল কোরআন, ২/৩৭৩, হাদীস নং-২০৮৪)

গর ছে হে বে হদ কুচুর তুম হো ইফুও ও গফুর,
বখশ দো জুরম ও খতা তুম পে করোড়ো দরূদ।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله!,اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

লাজ-লজ্জার অধিকারীনী পর্দাশীলা সাহাবীয়্যার মদীনার সফর

মুসলমানদের সাহায্যকারী বণী খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তি তার উটে আরোহন করে কোথাও যাচ্ছিলো, এমতাবস্থায় সে মক্কা মুকাররমা থেকে একটু দূরে লাজ-লজ্জার অধিকারীনী একজন পর্দাশীলা মহিলাকে মরু উপত্যকায় পায়ে হেঁটে সফর করতে দেখে আশ্চার্য হয়ে গেলো। তার ধারণা হলো যে, এই মহিয়সী মহিলা ঐ সকল মুসলমানদের অর্ন্তভূক্ত হবে যাদের মক্কাবাসীরা মদীনায় যেতে বাঁধা প্রদান করছে। সেই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করার পর যখন ঐ ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন হলো, তখন তার মনে এটা সায় দিলো না যে, সে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এরূপ ভক্তকে এভাবে একা সফর করতে। সুতরাং সে নিজের সফরকে মুলতবি করে

নিজের উট ঐ পর্দাশীলা মহিলাকে পেশ করে মদীনা শরীফ পৌঁছিয়ে দেয়ার দৃঢ় সংকল্প করে নিলো এবং লাজ-লজ্জার অধিকারীনী ঐ পর্দাশীলা মহিলাও একে অদৃশ্য সাহায্য মনে করে গ্রহন করে নিলো। আর এভাবে এক নিশ্চুপ সফর শুরু হলো, যা ইতিহাসের পাতায় ঐ সোনালী স্মরণ রেখে গেছে, যার উপর আজও ঈর্ষান্বিত হওয়া যায়। রাসূলের প্রেমে অধৈর্য হয়ে একাকী মদীনার পানে সফরকারীনী ঐ পর্দাশীলা মহিলার হিম্মত সম্পর্কে কি আর বলবো! ঐ মহিলা স্বয়ং তার এই সফরের কাহিনী কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন যে, সফরাবস্থায় ঐ ব্যক্তি পুরো পথে আমার সাথে কোন কথা বলেননি, বরং যখন আরামে সময় হতো তখন সে উটকে বসিয়ে দিয়ে দূরে চলে যেতো এবং আমি উটের হাওদা (আরোহী বসার আসন) থেকে নেমে কোন ছায়াবিশিষ্ট গাছের নিচে চলে যেতাম, অতঃপর সে উটকে আমার থেকে দূরে কোন গাছের নিচে বেঁধে দিতো এবং স্বয়ং নিজে সেখানেই কোথাও আরাম করে নিতো আর আবারো যখন সফরের সময় হতো তখন উটের উপর হাওদা (আরোহী বসার আসন) রেখে তাকে আমার দিকে ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে যেতো, আমি আরোহন করার পর চুপচাপ এসে লাগাম ধরতো এবং মদীনার দিকে চলা শুরু করতো। এভাবে সফরাবস্থায়ও আমি নেকাব পরিহিত ছিলাম এবং পর্দা করার ব্যাপারে আমার কোন সমস্যাও হয়নি। **আল্লাহ তায়ালা** ঐ ব্যক্তিকে উত্তম প্রতিদান দান করুক যে, সে খুবই উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করেছিলো। যখন আমি পৌঁছালাম তখন সর্বপ্রথম উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর আস্তানা মুবারকে উপস্থিত হলাম। আমি তখনও নেকাব অবস্থায় ছিলাম, যার কারণে সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا আমাকে চিনলেন না, সুতরাং আমি চেহারা থেকে নেকাব সরিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন এবং যখন বললেন যে, আমি একা হিজরত করেছি তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলোন আর আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন: আসলেই কি তুমি একাই **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হিজরত করেছো? আমি স্বীকার করলাম, তখনও আমরা কথা বলছিলাম এমন সময় **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمও তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং সম্পূর্ণ ঘটনা জানার পর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে স্বাগত জানালেন আর আমার এভাবে ইসলামের জন্য হিজরত করাকে প্রশংসা করলেন। (সিফতুস সুফুত, ২য় অংশ, ১/৩৯)

www.dawateislami.net

এহি মা'য়ে হে জিন কি গোদ মে ইসলাম পালতা থা,
ইসি গাইরত সে ইনসাঁ নূর কে সানচে মে ঢালতা থা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে যে পর্দাশীলা মহিলার কল্যাণময় আলোচনা হলো, তিনি ছিলেন লাজ-লজ্জার অধিকারীনী এবং প্রসিদ্ধ সাহাবিয়্যা হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا মক্কা মুকাররমায় মুসলমান হন এবং যেহেতু দারিদ্রতার কারণে বাহনের ব্যবস্থা করতে পারেনি, তাই পায়ে হেঁটেই হিজরত করেছেন, মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বাইয়াত গ্রহন করলো এবং মদীনায় তাঁকে হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন হারেসা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বিবাহ করেন। (আল ইস্তিয়াব, কিতাবুন নিসা, বাবুল কাফ: ৩৬৩৭, উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা, ৪/৫০৮) হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এরূপ লম্বা সফরে যেভাবে লজ্জা শরমের মান রেখেছেন এবং পর্দা করে গেছেন নিঃসন্দেহে তা তাঁরই বিশেষত্ব ছিলো, এর প্রতিদান (Reward) **প্রিয় নবী**র দরবার থেকে এভাবে পেলো যে, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর হিজরত এবং পর্দা করার প্রতি খুশি প্রকাশ করলেন।

মহিলাদের কি একা সফর করা জায়িয?

এখানে এই মাসআলাটিও মনে গেঁথে নিন যে, হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে হিজরতের যে সফর একা করেছিলেন, তা শরীয়ত সম্মত ছিলো, কেননা যেমনটি হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: (মহিলাদের একা সফর করার) নিষেধাজ্ঞার আদেশ থেকে মুহাজিরা (হিজরতকারীনী) এবং কাফেরের বন্দিশালা থেকে মুক্ত হওয়া মহিলারা মুক্ত, এই দু'ধরনের মহিলা মাহরাম ছাড়া একাই ইসলামী রাষ্ট্রের দিকে সফর করতে পারবে বরং এই সফর তার জন্য ওয়াজিব। (মিরাতুল মানাজিহ, ৪/৯০) সুতরাং এই ঘটনা দ্বারা কেউ এটা ভেবে নিবেন না যে, একাকি মহিলার এরূপ দূর দূরান্তের সফর করা জায়িয, কেননা স্বামী অথবা মাহরাম ছাড়া মহিলাদের জন্য তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত কোন স্থানে যাওয়া হারাম। শুধু তাই নয় যদি মহিলার নিকট হজ্বে গমন করার সামর্থ্য আছে কিন্তু স্বামী অথবা কোন নির্ভরশীল মাহরাম

www.dawateislami.net

সাথে না থাকে তবে হজ্বের জন্যও যেতে পারবে না। যদি যায় তবে গুনাহ্গার হবে, যদিওবা হজ্বের ফরয আদায় হয়ে যাবে। (পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর, ১৩৪ পৃষ্ঠা) যেমনটি **বাহারে শরীয়তে** রয়েছে যে, মহিলাদের জন্য মাহরাম ব্যতিত তিন দিন অথবা এর চেয়ে বেশি রাস্তা ভ্রমন করা নাজায়িয বরং একদিনের দুরত্বে ভ্রমন করাও নাজায়িয। নাবালক ছেলে অথবা مَعْتُوْہ (একটু পাগল জাতীয় লোকের) সাথেও ভ্রমন করতে পারবে না, সম্মিলিতভাবে ভ্রমনেও স্বামী অথবা বালিগ মাহরাম থাকাটা আবশ্যক। মাহরামের জন্য আবশ্যক যে, সে যেন মারাত্মক ফাসিক ও নির্ভিক এবং অবিশ্বাসযোগ্য না হয়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া (৪র্থ অধ্যায়), ১/৭৫২)

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! কিরূপ পবিত্র যুগ ছিলো যে, পুরুষ হোক বা মহিলা সবাই পরিপূর্ণ শরয়ী পর্দা এবং দৃষ্টিকে হিফাযতের মাদানী প্রেরণা সমৃদ্ধ ও একে অপরের সম্মান ও সম্ভ্রমের রক্ষক ছিলো, কিন্তু আফসোস! যতই আমরা **প্রিয় নবী**র যুগ থেকে দূরে সরে আসছি, অজ্ঞতা ও নিলজ্জতার ছায়া আরো গাঢ় হচ্ছে। অন্যান্য গুনাহের পাশাপাশি পর্দাহীনতা, নিলজ্জতা এবং কুদৃষ্টির ধ্বংসযজ্ঞতা আমাদের সমাজকে ধ্বংসের দারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, পরনারী এবং পর পুরুষের মাঝে পর্দা বিলীন করতে এবং তাদের মধ্যে নৈকট্য বৃদ্ধি করার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে আর দুনিয়াবী ব্যাপারের প্রতিটি স্তরে নারী এবং পুরুষ একে অপরের সাথে দেখা যাচ্ছে, আজকাল পর্দাকে সফলতার পথে প্রতিবন্ধকতা বলা হয়, অন্যদের দেখাদেখি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে পর্দার বিরুদ্ধে কিরূপ ষড়যন্ত্র চলছে এবং যেভাবে ইসলামের সুন্দর পদ্ধতিকে বিপরীতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, নিশ্চয় তা যেকোন বুদ্ধিমানের নিকট লুকায়িত নয় আর অপরদিকে ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট এবং স্যোসাল মিডিয়াও পুরোপুরি ভাবে নিলজ্জতা এবং অশ্লিলতাকে প্রচার করতে ব্যস্ত।

مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ অবস্থা এখন এমন সঙ্কটময় হয়ে গেছে যে, পর্দা সম্পন্ন পরিবারকে পুরোনো চিন্তাধারা সম্পন্ন এবং পরিবর্তনের যুগ অনুযায়ী চলে না বলে তাদের নিরুৎসাহিত করা হয়, আর অপরদিকে বেপর্দা এবং অশ্লিলতা প্রসারকারীদের অধিকহারে অনুমোদন করা হয়, পর্দাকারীনীদের মোল্লা মোল্লা বলে তাদের উপহাস করা হয়, যদি কোন পর্দাশীলা ইসলামী বোন কখনো মহিলাদের কোন অনুষ্ঠানে মাদানী বুরকা পড়ে চলে যায় তবে কেউ কেউ বলে: আরে! এটা কি পরিধান করে

www.dawateislami.net

আছো? খোলো এটি! কেউবা বলে: ব্যস রাখো! আমরা জানি যে, তুমি অনেক পর্দাশীলা, কেউ বলে: দুনিয়া অনেক উন্নতি করেছে আর তুমি কেন এই পুরোনো পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে বসে আছো! এখন ছাড়ো এই পর্দা টর্দা! ইসলামে এতো কঠোরতা নেই **"শুধুমাত্র অন্তরের পর্দাই যথেষ্ট"** اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ

"শুধুমাত্র অন্তরের পর্দাই যথেষ্ট" এরূপ বলা কেমন?

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট প্রশ্ন করা হলো: **"শুধুমাত্র অন্তরের পর্দাই যথেষ্ট"** এর বাস্তবতা কি? উত্তরে বললেন: এটা শয়তানের অনেক বড় এবং মন্দ আক্রমন আর এই নিকৃষ্ট বাক্য দ্বারা কোরআনে পাকের সেই সকল আয়াতকে অস্বীকার করা সাব্যস্ত হয়, যাতে শরীরকে পর্দায় গোপন করার হুকুম রয়েছে। যেমন; ২২ পারার সূরা আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَ قَرْنَ فِیْ بُیُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُوْلٰى (পারা ২২, সূরা আহযাব, ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিজেদের ঘরসমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা।

(মনে রাখবেন!) যে ব্যক্তি দেহের পর্দাকে সম্পুর্ণরূপে অস্বীকার করবে আর বলবে যে, **"শুধুমাত্র অন্তরের পর্দাই যথেষ্ট"** তার ঈমান চলে যাবে। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "এই ধারণা করা যে, বাত্বিন (অর্থাৎ অন্তর) পরিষ্কার হওয়া উচিত, যাহির (বাহ্যিক) যেমনই হোক না কেন, এটা ভ্রান্ত ধারণা। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে: "যদি তার অন্তর ঠিক থাকে তবে যাহির (বাহ্যিক) নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যায়।" (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৬০৫)(পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর, ১৫৯-১৬১)

দেয় দেয় পর্দা বাউ বেটিউঁ কো, মা'ও বেহনোঁ সভী আওরাতোঁ কো,
হাম সভী কো হাকীকি হায়া কি, মেরে মওলা তু খায়রাত দেয় দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ইসলাম একটি বিশ্বব্যাপি এবং **আল্লাহ তায়ালার** নিকট সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় ধর্ম, ইসলাম জীবনের প্রতিটি প্রদক্ষেপে

www.dawateislami.net

আমাদের পদ প্রদর্শন করে থাকে। ইসলাম আমাদের সম্মানের সহিত চলতে শিখায়, ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির উপায়, ইসলাম উত্তম স্বভাব এবং লাজ-লজ্জাকে সম্মান দেয়, ইসলাম গুনাহের পথ বন্ধ করে দেয়, ইসলামই মহিলাদেরকে পর্দায় রেখে সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তাকে (Protection) নিশ্চিত করে, ইসলাম নারী পুরুষের দৃষ্টিকে নিচের দিকে রাখার শিক্ষা দেয়, ইসলাম নিলজ্জতা, বেপর্দা, অশ্লিলতা, কুদৃষ্টি এবং অপকর্ম থেকে দূরে থাকার আদেশ দেয়।

পর্দাহীনতা হারাম!

৮ম পারার সূরা আরাফের ৩৩ নং আয়াতে **রব তায়ালা** ইরশাদ করেন:

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ

(পারা ৮, সূরা আরাফ, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, আমার **রব** তো নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীল বিষয়গুলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন তো, কোরআন আমাদেরকে নিলজ্জতা থেকে বিরত রাখে, যখন **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তখন বুদ্ধিমত্তার চাহিদা এই যে, আমরা যেনো তাঁদের বাণীর উপর আমল করি! কিন্তু আমাদের কি হয়ে গেলো যে, আমরা তাঁদের বিধানাবলীর উপর আমল করার জন্য প্রস্তুতই নয়? পা অশ্লিলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছেই! বুঝতে পারছিনা যে, এই বিকৃত সমাজের উদ্দেশ্য হলো **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরন থেকে কিভাবে ফিরিয়ে নেয়া যায়। আহ! এমন সময় এসে গেছে, যেনো সবাই একে অপরের চেয়ে অধিক অশ্লিলতা ও নিলজ্জতা প্রদর্শন করতে লিপ্ত। ব্যক্তিগত ব্যাপার হোক বা সম্মিলিত অনুষ্ঠান, মহল্লা হোক বা বাজার সব জায়গায় লজ্জা ও শরমকে প্রকাশ্যভাবে হত্যা এবং নিলজ্জতার ধুমধাম চলছে। যাকেই দেখো আগ বেড়ে নিলজ্জতা প্রচারকারী মনে হচ্ছে। প্রচলিত বিয়ের কথাই ধরে নিন। যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অযথা খরচ, কুদৃষ্টি, নারী পুরুষ মেলামেশার ব্যবস্থা, নিলজ্জতা, নাচগান, মদ পান, অশ্লিলতা, বেপর্দা, নামাহরামদের সাথে মেলামেশা, নাজায়িয ফ্যাশন এবং অন্যান্য নাজায়িয ও হারাম কাজের সমষ্টি হয়ে গেছে। গানের সুরে নৃত্য করা, নিলজ্জতায় ভরা ভিডিও এবং ছবি

www.dawateislami.net

তোলা এবং ব্যান্ড প্রোগ্রামের আয়োজন করা যেনো এখন বিয়ের জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে।

আশ্চার্য বড়ই আশ্চার্য! ঐ মহিলারা, যারা নিজের ঘরের মাহরাম যেমন; পিতা বা আপন ভাই ইত্যাদির সামনেও বেপর্দা আসতে লজ্জাবোধ করে এবং বুরকা ও হিজাব ছাড়া ঘরের বাইরে কদম রাখেনা, এখন ঐ মহিলারাই বিয়ে শাদীতে অহঙ্কার সূলভ সেঁজেগুঁজে, নিজের শরীর ও পোষাক প্রদর্শন করে, লাজ-লজ্জার চাদর ফেলে দিয়ে, নিঃসঙ্কোচে পর পুরুষ দ্বারা ভিডিও এবং ছবি তুলে সকলের সামনে নিলজ্জতার সকল রেকর্ড ভঙ্গ করতে দেখা যায়, আর বর ও কনেকে যেরূপ নিলজ্জ ভাবে বিয়ের আসরে প্রবেশ করায় এবং নামাহরামদের সামনে বসানো হয় তাও খুবই মন্দকাজ। মোটকথা এমন মনে হয় যে, যেনো আজ লাজ-লজ্জার চিন্তাই সমাজ থেকে একেবারে শেষ হয়ে গেছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে, মুসলমানরা ইসলামী শিষ্ঠাচার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক গড়ে নিয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতিতে তো অন্তর ও দৃষ্টি পবিত্র রাখতে এবং লজ্জা ও শরমকে আঁকড়ে ধরতে জোড় দেয়া হয়েছে আর কখনো এরূপ নাম সর্বস্ব স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। এই কারণেই উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: যদি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (ঐ সাজ সজ্জা) দেখতেন, যা মহিলারা এখন আবিস্কার করেছে, তবে তাদের (মসজিদে আসতে) নিষেধ করতেন।

(বুখারী, কিতাবুল আযান, ১/৩০০, হাদীস নং-৮৬৯)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি হানাফি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিপিবদ্ধ করেন: যদি বিশেষকরে শহুরে মহিলারা যা আবিস্কার করে নিয়েছে এবং নিজেদের সাজ সজ্জায় শরীয়ত বিরোধী পদ্ধতি এবং মন্দ বিদয়াত বের করেছে, তবে সেই মহিলাদের অনেক বেশী নিন্দা করতেন।

(ওমদাতুল ক্বারী, আবওয়াবু সিফতুস সালাত, ৪/৬৪৯, ৮৬৯ নং হাদীসের পাদটিকা)

করেঁ ইসলামী বেহেনেঁ শরয়ী পর্দা, আতা ইন কো হায়া শা'হে উমাম হো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো ফ্যাশনের নামে প্রত্যেক যুগে মহিলারা অবশ্যই কোন না কোন নতুন কাজ করেছে, যার নিন্দা সে সময়ের নেককার মহিলারা নিজেদের ফরয কাজ হিসেবে নিশ্চয় বর্ণনা করেছে। আসুন! ইসলামী ইতিহাসের সদা বসন্তময় বাগানে উঁকি দিয়ে কিছু আলোকিত ও পর্দাশীলা মহিলার পবিত্র জীবনির তিনটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করে তা থেকে মাদানী ফুল সংগ্রহ করি।

(১) বাঘের সাথে পর্দাকারীনী ওলীয়া

হযরত সায়্যিদুনা আসমায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একদিন আমি (কাফেলার সাথে) সিরিয়ার পথে হজ্ব করার উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফের উদ্দেশ্যে বের হলাম। পথিমধ্যে একটি বড় ভয়ানক বাঘ উপস্থিত হলো এবং রাস্তায় প্রতিবন্ধক হয়ে রইলো। আমি আমার সাথের লোককে জিজ্ঞাসা করলাম: কাফেলায় কি এমন কেউ নেই যে, তরবারী নিয়ে এই বাঘটিকে তাড়িয়ে দিবে? তখন লোকটি উত্তর দিলো: আমি এমন কাউকে চিনি না, তবে! একজন মহিলা রয়েছে, যে তরবারী ছাড়াই এটিকে সরিয়ে দিতে পারবে। অতঃপর আমরা উভয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং নিকটেই উটের হাওদার (আরোহী বসার আসন) পাশে গেলাম। লোকটি ডাক দিলো: হে কন্যা! হাওদা থেকে নিচে নামো আর আমাদের থেকে এই বাঘটিকে দূর করে দাও। ভিতর থেকে আওয়াজ এলো: হে আমার সম্মানিত পিতা! আপনার মন কি সহ্য করবে যে, বাঘ আমাকে দেখুক, বাঘটি পুরুষ আর আমি মহিলা। কিন্তু হে আমার আব্বাজান! বাঘকে গিয়ে বলুন আমার কন্যা ফাতেমা তোমাকে সালাম বলেছেন এবং ঐ সত্ত্বার শপথ দিচ্ছি যার ঘুম আসে না, না হাই আসে। তুমি আমাদের রাস্তা থেকে সরে যাও। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আসমায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ তায়ালার** শপথ! এখনো তাদের কথা শেষও হয়নি, আমি দেখলাম যে, বাঘ সামনে থেকে চলে যাচ্ছে। **(হিকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ, ৪৩৫ পৃষ্ঠা)**

(২) সন্তান হারিয়েছি লজ্জাতো হারায়নি

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে খাল্লাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর সন্তান যুদ্ধে শহীদ হয়ে যায়, তাই সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য তিনি ঘোমটা দিয়ে পর্দা সহকারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তা দেখে কেউ অবাক হয়ে

www.dawateislami.net

বললো: এ মুহূর্তেও আপনি চেহারায় ঘোমটা দিয়ে রেখেছেন? তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বললেন: "নিশ্চয় আমি সন্তান হারিয়েছি, কিন্তু লজ্জা তো হারায়নি।"

(সুনানে আবু দাউদ, ৩/৯, হাদীস নং- ২৪৮৮)

(৩) আঁচলের সূতা

আখবারুল আখইয়ারে রয়েছে: একবার কঠিন দূর্ভিক্ষ হয়েছিলো, মানুষের অনেক দোয়ার পরও বৃষ্টি হচ্ছিলো না। হযরত সায়্যিদুনা বাবা নিজামুদ্দিন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাঁর আম্মাজান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا এর কাপড়ের একটি সূতা হাতে নিয়ে আরয করলো: হে **আল্লাহ**! এটি ঐ মহিলার আঁচলের সূতা, যার (মহিলার) উপর কখনো কোন নামাহরাম ব্যক্তির নযর পড়েনি, হে আমার **মওলা!** তাঁর সদকায় রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করো! এখনো দোয়া শেষও হয়নি, রহমতের মেঘ ছেয়ে গেলো এবং রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। (আখবারুল আখইয়ার, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

বে পর্দেগী কা খাতেমা হো আউরাতোঁ কো দেয়
যে'বর হায়া ও শরম কা ইয়া রাব্বে মুস্তফা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

سُبۡحٰنَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! শুনলেন তো আপনারা যে, পূর্বেকার মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার উপর আমল এবং শরয়ী পর্দা করার মাদানী প্রেরণা কিরূপ ভরা ছিলো যে, মানুষ তো মানুষ হিংস্র প্রাণীদের সামনেও বেপর্দা হয়ে আসা থেকে বেঁচে থাকতেন, উৎসর্গীত হয়ে যান ঐ মহান মা'র প্রতি যিনি সন্তানের শহীদ হওয়ার সংবাদ শুনেও চিৎকার চেচামেচি করা, বুক চাপড়ানো এবং লজ্জা ও শরমের চাদর খুলে দেয়ার পরিবর্তে ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেন এবং পর্দার গুরুত্ব থেকে এক মুহূর্তের জন্য উদাসিন হননি, আর হযরত সায়্যিদুনা বাবা নিযামুদ্দিন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সম্মানিত আম্মাজান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا ও সারা জীবন নামাহরামদের সাথে পর্দা করে গেছেন এমনকি এমন অবস্থাতেই দুনিয়া থেকে ওফাত গ্রহন করেছেন। এখনো কি আমাদের ইসলামী বোনেরা এই পবিত্র চরিত্রকে আপন করে নিবেন না? এখনো কি গলি এবং বাজারে বেপর্দা ঘুরাফেরা অব্যাহত থাকবে? এখনো কি নামাহরাম আত্মীয়দের সাথে নির্ভিক এবং পর্দাহীনতার গুনাহ থেকে তাওবা করবে না? এখনো কি নামাহরাম ব্যক্তিদের সাথে কথাবার্তা হতে থাকবে? এখনো কি আনন্দের নামে বিয়ে শাদীতে **আল্লাহ তায়ালার** অবাধ্যতা হতে থাকবে? এখনো কি আমাদের পরিবারকে বেপর্দার

www.dawateislami.net

আপদে লিপ্ত দেখে চুপ করে থাকবো? মনে রাখবেন! যে লোকেরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজ স্ত্রী এবং মাহরামদের পর্দাহীনতা থেকে নিষেধ করে না, সে দায়্যিুস এবং দায়্যিুসের জন্য জান্নাতে প্রবেশাধিকার হারাম। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/৩৫১, হাদীস নং-৫৩৭২) সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরাও যেনো পর্দাহীনতার আপদ থেকে দূরে থাকি, নিজের চোখকে এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কুফলে মদীনা লাগাই ও নিজের পরিবারের সদস্যদেরও বেপর্দা থেকে বাঁচার উৎসাহ প্রদান করতে থাকি।

১২টি মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ "সদায়ে মদীনা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পর্দাহীনতার আপদ থেকে মুক্তির জন্য, চোখ এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কুফলে মদীনা লাগানোর মাদানী চিন্তাধারা পেতে, লজ্জা ও শরমের অধিকারী হতে এবং নিজের পরিবারের সদস্যদেরও পর্দার মানসিকতা দেয়ার পদ্ধতি শিখতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"সদায়ে মদীনা"** লাগানো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানোকে **"সদায়ে মদীনা"** বলে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সদায়ে মদীনা লাগানো সাহাবাদের সুন্নাত, যেমনটি আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়িদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ফযরের নামাযের জন্য মানুষকে জাগাতে জাগতে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। (তাবকাতু কুবরা, যিকরে ইস্তিখলাফি ওমর, ৩/২৬৩) আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে সদায়ে মদীনা লাগানোর একটি মাদানী বাহার শুনুন এবং খুশিতে দূলে উঠুন।

প্রিয় নবী ﷺ এর দরবার থেকে ডাক এসে গেলো

ঠেঙ্গ মোড় (কচুর, পাঞ্জাব) এর এলাকা ইলাহাবাদর স্থানিয় এক ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো কিন্তু মাদানী কাজের প্রতি অলসতার শিকার ছিলো। ঘঠনাক্রমে মুহাররামুল হারাম ১৪৩১ হিজরী জানুয়ারী ২০১০ ইংরেজীতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ডিভিশন মুশাওয়ারাতের যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো, যখন তিনি তার মাদানী কাজে অনাগ্রহের

www.dawateislami.net

কথা জানতে পারলো তখন ইনফিরাদী কৌশিশ করে শুধু মাদানী কাজের মানসিকতা নয় বরং নিয়মিত সদায়ে মদীনা দেয়ার উৎসাহও দিলো (মুসলমানদের কল্যাণ কামণা করে তাদের ফযরের নামাযের জন্য জাগানোকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে **"সদায়ে মদীনা"** বলে) এবং এপ্রসঙ্গে তিনি তাকে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী **"সদায়ে মদীনা দেখাও মদীনা"**ও শুনালেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তার মানসিকতা তৈরী হয়ে গেলো এবং মদীনায় উপস্থিত হওয়ার বাসনায় পরের দিন থেকেই সে এতে আমল করা শুরু করে দিলো। সদায়ে মদীনা লাগানো শুরু করতেই তার উপর **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া হয়ে গেলো। তারতো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে গেলো, সৌভাগ্যের নক্ষত্র এভাবে চমকালো যে, সেই বছরই তার দরবারে **মুস্তফা**য় উপস্থিতির সৌভাগ্য নসীব হয়ে গেলো। আরো দয়া হলো যে, সদায়ে মদীনার বরকতে তার বড় ভাইয়েরও হজ্বের সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলো, হজ্বের সফরাবস্থায় শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه থেকে বাইয়াত হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জিত হয়ে গেলো।

পরোসী বানা মুঝ কো জান্নাত মে উন কা, খোদায়ে মুহাম্মদ বরায়ে মদীনা।
লাগা ফযর মে ভাই ঘর ঘর পে জা কর, যরা দিল লাগা কর "সদায়ে মদীনা"।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মহিলাদের জন্য পর্দা কেন আবশ্যক?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলাম তার অনুসারী নারী এবং পুরুষদের যেই বিধানাবলী দান করেছে, নিশ্চয় তা প্রজ্ঞায় ভরপুর হয়ে থাকে। হ্যাঁ! এটা আলাদা যে, আমাদের নগন্য জ্ঞান এই প্রজ্ঞা বুঝার ক্ষেত্রে অপারগ। ইসলাম নামাহরাম থেকে পর্দা করার ব্যাপারেও স্পষ্টাকারে নির্দেশনা দিয়েছে এবং এতেও অসংখ্য হিকমত রয়েছে। আসুন! পর্দার গুরুত্বকে একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝার চেষ্টা করি।

যদি একটি পাত্রে মিষ্টান্ন রাখা হয় এবং তা কোন কিছু দ্বার ঢেকে রাখা হয় তবে তা মাছি বসা থেকে নিরাপদ থাকে এবং যদি তা ঢাকা হলোনা অতঃপর তাতে মাছি বসলো, আর এমন অভিযোগ করলো যে, এতে মাছি কেন বসলো, তবে সে

www.dawateislami.net

বড়ই অপদার্থ কেননা মিষ্টান্ন এমনই একটি জিনিস যা মাছি থেকে বাঁচানোর জন্য তা ঢেকে রাখা আবশ্যক নয়তো সেই মিষ্টান্নে মাছি বসা থেকে বিরত রাখা কঠিন, অনুরূপভাবে যদি মহিলা যা কিনা গোপনীয় বস্তু, তাকে পর্দার মাঝে রাখা উচিৎ, তবেই অনেক সামাজিক সমস্যা থেকে বাঁচতে পারবে এবং সম্মান ও সম্ভ্রমের লুন্টনকারীদের থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। (সীরাতুল জীনান, ৬/৬২৪) এছাড়াও পর্দা করাতে কি কি উপকারীতা অর্জিত হয়, আসুন! শ্রবন করি এবং ইসলামের শিক্ষার প্রতি ঈর্ষান্বিত হোন।

পর্দা করার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা!

☆ পর্দা **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন করার একটি মাধ্যম। ☆ পর্দা ঈমানের নিদর্শন, ইসলামের নীতিবাক্য এবং মুসলমান মহিলার পরিচয়। ☆ পর্দা লজ্জা ও শরমের নিদর্শন এবং লজ্জা **আল্লাহ তায়ালার** অনেক পছন্দ। ☆ পর্দা মহিলাদের শয়তানের অমঙ্গল থেকে নিরাপদ বানিয়ে দেয়। ☆ লজ্জাশীলা এবং পর্দাশীলা মহিলাকে ইসলামী সমাজে অনেক সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়। ☆ পর্দা মহিলাকে খারাপ দৃষ্টি এবং ফিতনা থেকে নিরপদ রাখে আর গুনাহের পথ থেকে বিরত রাখে। ☆ মহিলাদের পর্দা করা দ্বারা সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়না এবং সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তি অব্যাহত থাকে। ☆ পর্দা মহিলার মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং তার সৌন্দর্য্যেকে নিরাপত্তা দান করে।

(সীরাতুল জীনান, ৬/৬২৪)

মেরী কাশ! সারি বেহনেঁ, রাহে মাদানী বুরকা মে,
হো করম শাহে যামানা মাদানী মদীনে ওয়ালে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যেভাবে ইসলাম মহিলাদেরকে নামাহরামদের থেকে পর্দা করার শিক্ষা দেয়, তেমনি পুরুষদেরকেও পরনারী থেকে পর্দা করার এবং চোখকে হিফাযতের মানসিকতা প্রদান করে,

নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এক দৃষ্টির পর আর দৃষ্টি দিওনা (অর্থাৎ যদি হঠাৎ বিনা ইচ্ছায় কোন মহিলার উপর দৃষ্টি পরে যায় তবে সাথেসাথেই দৃষ্টি সড়িয়ে নাও এবং আর দৃষ্টি দিও না) কেননা প্রথম দৃষ্টি জায়িয এবং পরবর্তি দৃষ্টি জায়িয নয়। (আবু দাউদ, ২/৩৫৮, হাদীস নং- ২১৪৯) দৃষ্টির নিরাপত্তার বিষয়ে

www.dawateislami.net

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কিরূপ মাদানী মানসিকতা ছিলো। আসুন! এর একটি ঈমানোদ্দীপক ঝলক পর্যবেক্ষণ করি।

চোখের কুফলে মদীনা

হযরত সায়্যিদুনা হাসসান বিন আবী সিনান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঈদের নামাযের জন্য গেলেন। যখন ঘরে ফিরে এলেন তখন তাঁর স্ত্রী বলতে লাগলেন: আজ আপনি কতজন মহিলাকে দেখেছেন? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চুপ থাকেন, যখন স্ত্রী বারবার জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: ঘর থেকে বের হওয়ার পর থেকে তোমার নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত আমি আমার (পায়ের) বৃদ্ধাঙ্গুলে দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। (কিতাবুল ওয়ারাআ, মওসুআতি ইবনে আবীদ দুনিয়া, ১/২০৫)

বোলোঁ না ফুযুল অউর রাহেঁ নিচি নিগাহেঁ,
আখোঁ কা যবান কা দেয় খোদা কুফলে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে পর্দা করার বরকত রয়েছে তেমনিভাবে পর্দাহীনতার ভয়াবহতাও কম নয় এবং এরও অনেক ক্ষতি রয়েছে। আসুন! পর্দাহীনতার কয়েকটি ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবন করি, যেনো নিজেও পর্দাহীনতা থেকে বাঁচতে পারি এবং আমাদের পরিবারের সদস্যদেরও এই ক্ষতির কথা বলে তাদেরও পর্দাহীনতা থেকে বাঁচার উৎসাহ দিতে পারি।

পর্দাহীনতার ক্ষতি সমূহ

☆ পর্দাহীনতা হলো **আল্লাহ তায়ালা** এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতা। ☆ পর্দাহীনতা ধ্বংসময় কবীরা গুনাহ। ☆ পর্দাহীনতা **রব তায়ালার** দয়া থেকে দূরত্ব এবং অভিশাপের কারণ। ☆ পর্দাহীনতা জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। ☆ পর্দাহীনতা কিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণ। ☆ পর্দাহীনতা নেফাকের নিদর্শন। ☆ পর্দাহীনতা একটি মন্দ কাজ, যা **আল্লাহ তায়ালার** পছন্দ নয়। ☆ পর্দাহীনতা সমাজে অশ্লিলতা ছড়ানোর মাধ্যম। ☆ পর্দাহীনতা অপদস্ততার কারণ। ☆ পর্দাহীনতা শয়তানী কাজ। ☆ পর্দাহীনতা জাহেলিয়্যতের যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ☆ পর্দাহীনতা প্রকৃতি বিরুধী। ☆ পর্দাহীনতা মানব সভ্যতার অপমান ও

www.dawateislami.net

অপদস্ততার কারণ। ☆ পর্দাহীনতা অসংখ্য গুনাহের মূল। ☆ পর্দাহীনতা লজ্জা ও সম্মান নিঃশেষ হওয়ার কারণ। ☆ পর্দাহীনতা যুব সমাজের ধ্বংসের অনেক বড় কারণ। ☆ পর্দাহীনতা অনেক সময় বংশের মধ্যে সম্পর্ক নষ্টের কারণ। ☆ পর্দাহীনতা চোখের অপকর্মকে প্রসার করার মূল ভূমিকা আদায় করে। (সাহাবিয়্যাত অউর পর্দা, ৩৮ পৃষ্ঠা) আসুন! পর্দাহীনতা আপদে লিপ্ত এক মেয়ের শিক্ষণীয় পরিনতি সম্বলিত একটি উপদেশ মূলক ঘটনা শুনি এবং বেপর্দা থেকে সর্বদার জন্য তাওবা করে নিন।

সে কাফন ছিঁড়ে উঠে বসে গেলো

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর লিখিত **"পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর"** কিতাবের ২৩০ পৃষ্ঠায় লিখেন: সম্ভবত শাবানুল মুআয্যম ১৪১৪ হিজরীর সর্বশেষ জুমা ছিলো। রাতে কৌরাঙ্গীতে (বাবুল মদনিা করাচী) অনুষ্ঠিত এক আজিমুশ্মান সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় একজন নওজোয়ানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। সে কিছুটা এরকম (কসম খেয়ে) বর্ণনা করলো: আমার খুবই নিকট আত্মীয়ের যুবতী কন্যা হঠাৎ ইন্তেকাল করলো। যখন আমরা কাফন দাফন সেরে ফিরে আসলাম তখন মরহুমার পিতার স্বরণে আসল যে, তার একটি হাতব্যাগ যাতে গুরুত্বপূর্ণ কাগজাদি ছিলো তা ভুলক্রমে মৃতের সাথে কবরে দাফন হয়ে গেছে। সুতরাং অপারগ হয়ে দ্বিতীয়বার কবর খনন করতে হলো। যখন খবর থেকে পাথর সরানো হলো, ভয়ে আমাদের চিৎকার বের হয়ে গেলো। কেননা, সেই যুবতী কন্যার কাফন পরিহিত লাশকে কিছুক্ষন পূর্বে আমরা মাটিতে শুইয়ে গিয়েছিলাম, সে কাফন ছিঁড়ে উঠে বসে গেলো এবং তাও ধনুকের ন্যায় বাঁকা হয়ে! আহ! তার মাথার চুল দ্বারা তার পা বাঁধা ছিলো এবং অসংখ্য ছোট ছোট ভয়াবহ প্রাণী তাকে আঁকড়ে ধরেছিলো, এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ভয়ে আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো এবং হাতব্যাগ বের না করেই তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দিয়ে আমরা পালিয়ে এলাম। বাড়িতে এসে আমি আপনজনদের নিকট সেই মেয়েটির অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তদুত্তরে বলা হলো: 'তার মধ্যে বর্তমান যুগে

www.dawateislami.net

অপরাধ হিসেবে গণ্য তেমন কোন অপরাধ তো ছিলোনা। কিন্তু আজকালের মেয়েদের মতো সেও ফ্যাশনেবল ছিলো এবং পর্দা করতো না। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে আত্মীয়ের বাসায় বিয়ের অনুষ্ঠান ছিলো। তখন সে ফেন্সি স্টাইল চুল কেটে, সেজে গুঁজে সাধারণ মেয়েদের মতো বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলো।"

এ মেরি বেহনু! সদা পর্দা করো, তুম গলি কুছোঁ মে মত ফিরতি রহো,
ওয়ার না সুন লো কবর মে জব জাও গি, সাপঁ বিচ্ছু দেখ করা ছিল্লাওগী।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১৪ পৃষ্ঠা)

এই দূর্ভাগা ফ্যাশন পূঁজারী মেয়ের ভয়ংকর কাহিনী শুনেও কি আমাদের সেই সমস্ত ইসলামী বোন শিক্ষা অর্জন করবে না, যারা শয়তানের অনুপ্রেরনায় বিভিন্ন তাল বাহানা করে যে, আমি তো অপারগ, আমাদের পরিবারে তো কেউ পর্দা করে না, বংশের নিয়ম কানুনকেও লক্ষ্য রেখে চলতে হয়, আমাদের পুরো বংশ তো শিক্ষিত, সাদাসিধে অথবা পর্দানশীন মেয়ের জন্য আমাদের বংশে কেউ সম্পর্ক করার প্রস্তাবও পায় না ইত্যাদি ইত্যাদি, বংশের প্রচলিত নিয়ম কানুন এবং নফসের অপারগতা কি আপনাকে কবরের আযাব ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারবে? আপনি কি **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে এরকম **"বানানো অপরাগতা"** বর্ণনা করে মুক্তি পেতে সফল হবেন? যদি না হয় এবং নিঃসন্দেহেই হবেন না, তবে আপনাকে প্রতিটি অবস্থায় বেপর্দা থেকে তাওবা করতে হবে। স্মরণ রাখবেন! লৌহে মাহফুযে যার জোড়া যেখানে লিখা রয়েছে সেখানেই বিয়ে হবে। আর যদি লিখা না থাকে তবে বিয়েও হবে না। যেমনিভাবে প্রতিদিন অনেক শিক্ষিতা মর্ডান যুবতী মেয়ে পলক ফেলতেই মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে বরং অনেক সময় তো এমনও হয় যে, কনে তার বাড়ি থেকে বিদায় হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করে যায় এবং তাকে সৌন্দর্য্যমন্ডিত, আলোকিত, সুগন্ধিময়, সুবাসিত বাসর ঘরে পৌছানোর পরিবর্তে পোকা মাকঁড়ে পরিপূর্ণ সংক্ষীর্ণ অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেয়া হয়।"

তু খুশিকে ফুল লেগী কব তলক? তুইহাঁ যিন্দা রেহেগী যব তলক!

(পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর, ২৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ইসলামী বোনদের তরবিয়্যত গাহ্ মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** লজ্জা ও শরমকে প্রসার করতে, বেপর্দার প্রবল বণ্যাকে রুখতে এবং অশ্লিলতার ন্যায় খারাপ কাজের মূলৎপাটন করতে সদা ব্যস্ত আর এই উদ্দেশ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে বিভিন্ন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত, এই সকল মজলিশ সমূহের মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"ইসলামী বোনদের তরবিয়্যত গাহ্ মজলিশ"**। এই মজলিশ ইসলামী বোনদেরকে ১২ দিনের বিভিন্ন কোর্স, যেমন; বিশেষ ইসলামী বোনের (অর্থাৎ বোবা, বধির ও অন্ধ) কোর্স, ফয়যান কোরআন কোর্স, ফয়যানে নামায কোর্স এবং মাদানী কোর্স ইত্যাদি করিয়ে থাকে। এই কোর্সগুলোতে ফিকাহ, তাজবীদ, আক্বীদা, সুন্নাত এবং আদব, বিশেষ ইসলামী বোনদের (অর্থাৎ বোবা, বধির ও অন্ধ) মাঝে কাজ করার পদ্ধতি, ফয়ানে সূরা নূর (তাফসীর), সুন্নাত ও আদব, নামায়ের মাসআলা এবং নির্দিষ্ট সূরা সমূহ শিখানো হয়, আর এসব কিছুই ইসলামী বোনদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে, এর সাথে ইসলামী ভাইদের কোন সম্পৃক্ততা নেই। **আল্লাহ তায়ালা "ইসলামী বোনদের তরয়্যিত গাহ্ মজলিশ"**কে আরো একনিষ্টভাবে দ্বীনের খেদমত করতে থাকার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তুম জা'নতে হো কিয়া হে ইয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী
ফয়যানে মদীনা হে ফয়যানে মদীনা হে। (ওয়াসায়িলে বখশশীশ, ৪৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"ভেলেন্টাইন ডে" এর অশ্লিলতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান যুগে মুসলমানদের আমলী অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মুসলমানেরা দ্বীনি শিক্ষাকে ছেড়ে অন্যের আচার আচরণকে অনুকরন করাতে গর্ববোধ করে, বিশেষ করে তাদের বিশেষ দিন উদযাপন করাতে অনেক টাকা খরচ করে, সময় নষ্ট করে এবং কুদৃষ্টি, মদ্যপান এবং অপকর্মের (যিনা) ন্যায় গুনাহ করতেও এতটুকু লজ্জাবোধ করে না। এমনি অশ্লিল আয়োজন সাধারনত **"ভেলেন্টাইন ডে"**তেও হয়ে থাকে। এই দিনে লোকেরা শরীয়তের সকল সীমাবদ্ধতাকে পদদলিত করে হরেক রকম গুনাহ করে থাকে। এই উৎসবকে

www.dawateislami.net

উদযাপন করার পদ্ধতি এমন হয় যে, যুবক যুবতির বেপর্দা ও নির্লজ্জ মেলামেশা, উপহার আদান প্রদান সহ অশ্লিলতা ও নগ্নতার সকল প্রকার প্রদর্শনী প্রকাশ্যভাবে বা গোপনে যার যতটুকু সাধ্য করে থাকে, গিফট সপ এবং ফুলের দোকানে ভীড় বেড়ে যায় আর এই সামগ্রী গুলোর ক্রেতাও যুবক যুবতিরাই হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রে প্রকাশ্য না হওয়ার কারণে এই যুবক যুবতির জোড়া নিজেদের নাজায়িয চাহিদা পূরণ করার জন্য কোন নিরাপদ স্থানের তালাশ করে। এই উদ্দেশ্যে ভেলেন্টইর ডেতে হোটেলের বুকিং অন্যান্য দিনের চেয়ে বেড়ে যায়। মদের (مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ) প্রচুর ব্যবসা হয়, সমুদ্র সৈকতে বেপর্দা এবং অশ্লিলতার এক নতুন সমুদ্র দেখা যায়।

সেসব দেশ যেখানে অমুসলিমরা ধর্মীয় ও চারিত্রিক বাধ্যবাদকতা থেকে মুক্ত থাকে এবং অশ্লিলতা ও নগ্নতা এবং যৌন উচ্ছন্নতার সর্বতভাবে আইনি ছাড় রয়েছে, সেই দিনের হট্টগোল থেকে অনেক সময় তারাও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে যায় এবং এর বিরুদ্ধে অনেক সময় কোথাও কোথাও চাপাস্বরে প্রতিবাদও দানা বাঁধতে থাকে।

খুবই দুঃখ ও আফসোসের বিষয় হলো যে, এই দিন অমুসলিমদের ন্যায় নির্লজ্জতা উদযাপনকারী অনেক মুসলমানও **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রদত্ত পবিত্র আহকামকে পেছনে ফেলে প্রকাশ্যে গুনাহ করে শুধু নিজের আমল নামার কৃষ্ণতায় বৃদ্ধি করছে না বরং মুসলিম সমাজের পবিত্রতাকেও সেই অহেতুকতা দ্বারা নাপাক করছে। কুদৃষ্টি, বেপর্দা, বেহেয়াপনা, অশ্লিলতা ও নগ্নতা, পর নারী-পুরুষের মেলামেশা, হাসি ঠাট্টা, এই নাজায়িয সম্পর্ককে আরো গভীর করার জন্য উপহার বিনিময় এবং আরো অগ্রগামী হয়ে অপকর্ম পর্যন্ত পৌঁছা, এসবই সেই বিষয় যা সেই গুনাহের দিনে অতিমাত্রায় প্রবাহিত হয় আর এসব শয়তানি কাজ নাজায়িয ও হারাম হওয়াতে কোন মুসলমানের সমান্যতমও সন্দেহ হতে পারে না, কেননা কোরআনে করীমের আলোকিত আয়াত ও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য বাণী দ্বারা এই কাজগুলো হারাম হওয়া প্রমানিত। তাই আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেনো এরূপ সকল অশ্লিলতা থেকে বিরত থাকি এবং **আল্লাহ তায়ালা**কে সন্তুষ্ট করার কাজে লেগে যাই। **রব তায়ালা** আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

পোষাক পরিধানের সময় পড়ার দোয়াঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

(আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, ৪/৬০, নম্বর-৪০২৩)

অনুবাদঃ সমস্ত প্রসংসা **আল্লাহ**র জন্য, **যিনি** আমাকে কাপড় পরিধান করিয়েছেন, আর আমার শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীত আমাকে দান করেছেন।

(খযিনায়ে রহমত, ১১৯ পৃষ্ঠা)

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা শুনলাম যে,

☆ পর্দা ঈমানের নিদর্শন। ☆ পর্দা গুনাহের পথে বাঁধা প্রদান করে। ☆ পর্দা হচ্ছে ইসলামের নীতিবাক্য। ☆ পর্দা মহিলাদের সম্মান বৃদ্ধি করে। ☆ পর্দা মহিলাদের সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান করে আর পর্দাহীনতা **আল্লাহ তায়ালা** এবং **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টতার কারণ। ☆ পর্দাহীনতা সমাজ বিকৃতির কারণ। ☆ পর্দাহীনতার নিষেধাজ্ঞা কোরআনে করীমেও বিদ্যমান। ☆ পর্দাহীনতা হচ্ছে শয়তানী কাজ। ☆ পর্দাহীনতা যব সমাজের ধ্বংসের কারণ। ☆ পর্দাহীনতা অশ্লিলতাকে উষ্কানি দেয়। ☆ পর্দাহীনতার কারণে মহিলাদের সম্মান ও সম্ভ্রমে ঝুঁকি দেখা দেয়। **আল্লাহ তায়ালা** সকল মুসলমানদেরকে পর্দাহীনতার ধ্বংসযজ্ঞতা থেকে রক্ষা করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস নং-১৭৫)

সুন্নাতে আ'ম করোঁ দ্বীন কা হাম কাম করোঁ　　নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাজ-সজ্জার সুন্নাত ও আদব

আসুন! মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"সুন্নাত ও আদাব"** এর ৭৮ নং পৃষ্ঠা থেকে সাজ-সজ্জার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ☆ মানুষের চুল দিয়ে বানানো খোপা মহিলারা নিজের চুলে ব্যবহার করা, এটা হারাম। পবিত্র হাদীস শরীফ এ বিষয়ে লানত (অভিশাপ) করা হয়েছে, "বরঞ্চ তার উপরও লানত, যে অন্য কোন মহিলার মাথায় মানুষের চুল দ্বারা বানানো খোঁপা পরিয়ে দেয়।" (দুররুল মুখতার, কিতাবুল হাযর ওয়াল আবাহাতি, ৯/৬১৪-৬১৫) ☆ যদিও'বা ঐ চুল, যার দ্বারা খোঁপা তৈরী করা হয়েছে তা ব্যবহারকারিনীর নিজের চুলও হয় তবুও নাজায়েজ। (প্রাগুক্ত) ☆ কিছু লোক ছেলেদেরও কান ছেদন করে তাতে দুল (এক প্রকারের কানের অলংকার) পরিধান করিয়ে থাকে এটা নাজায়িয। অর্থাৎ কান ছেদন করা যেমন নাজায়িয তেমন দুল পরিধান করানোও নাজায়িয। (রদ্দুল মুখতার, কিতাবুল হাযর ওয়াল আবাহাতি, ৯/৫৯৮) ☆ মহিলাদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো জায়িয। ছোট ছেলেদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো নাজায়িয, ছোট মেয়েদের মেহেদী লাগাতে অসুবিধা নাই। (রদ্দুল মুখতার, কিতাবুল হাযর ওয়াল আবাহাতি, ৯/৫৯৯) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট এক হিজ্‌রা কে উপস্থিত করা হলো, যে তার হাত পা মেহেদী দ্বারা রঙ্গিন করেছিলো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তার কি অবস্থা? (অর্থাৎ কেন সে মেহেদী লাগালো?) লোকেরা আরয করলো: সে মহিলাদের অনুকরন করছে। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আদেশ দিলেন: তাকে শহর থেকে বের করে দাও। সুতরাং তাকে শহর থেকে বের করে দেওয়া হল, মদীনা মনওয়ারা থেকে বের করে দিয়ে "নক্বীঈ" নামক স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, ৪/৩৬৮, হাদীস নং- ৪৯২৮) যেরূপ পুরুষদের জন্য মহিলাদের অনুকরন করা জায়িয নাই তেমনিভাবে মহিলারাও পুরুষদের অনুকরন করতে পারবে না। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঐ সকল নারীসূলভ পুরুষদের উপর অভিশাপ করেছেন যারা মহিলাদের আকৃতি অনুকরন করেছে এবং ঐ সকল পুরুষসুলভ মহিলাদের উপর অভিশাপ করেছেন যারা পুরুষদের আকৃতি অনুকরন করেছে।

(মসনদে ইমাম আহমদ, মুসানদে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, ১/৫৪০, হাদীস নং- ২২৬৩)

www.dawateislami.net

☆ ইসলামী বোনেরা নিজের স্বামীর জন্য বৈধ জিনিস দিয়ে শুধুমাত্র ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে সাজ-সজ্জা করুন। কিন্তু ম্যাকআপ করে সেজে-গুজে ঘরের বাহিরে যাবেন না, কেননা আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মহিলারা পুরোপুরি আওরাতই (অর্থাৎ লুকানোর বস্তু), যখন কোন মহিলা বাহিরে বের হয় তখন শয়তান তাকে উঁকি মেরে দেখতে থাকে।

(তিরমিযী, ১৮তম অধ্যায়, ২/৩৯২, হাদীস নং- ১০৭৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

খুব খুদ দাঁড়িয়াঁ, অউর খোশ আখলাকিয়াঁ,
আ'য়ে শিখ লেঁ, কাফেলে মে চলো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net